مُخْتَصَرُ الْفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ

(প্রথম খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৩ হি: ২০১২ ইং

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ

১ম খন্ড

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

অনুবাদ: আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

দ্বিতীয় প্রকাশ: জ্বিলকদ, ১৪৪২ হিজরি / জুলাই, ২০২১ ঈষায়ী

নির্ধারিত মূল্য: দুই খন্ড একত্রে - ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান,
রকমারি, ওয়াফি লাইফ,
Salafibooksbd.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: হাবিব বিন তোফাজ্জল

أسماء المترجمين

অনুবাদ পরিষদ

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**الشيخ ابو احمد سيف الدين بلال المدني** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
শাইখ মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান মাদানী গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**الشيخ محمد عبد الرب عفان المدني** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بغرب الديرة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة
শাইখ মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ মাদানী আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**الشيخ محمد عمر فاروق عبد الله المدني** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
শাইখ আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর মাদানী নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ	**الشيخ أجمل حسين عبد النور المدني** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الشريعة
শাইখ শহীদুলাহ খান মাদানী সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**الشيخ شهيد الله خان المدني** المبعوث إلى بنغلاديش من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة

প্রথম পর্ব

তাওহিদ ও ঈমান

১. তাওহিদ	৭. ইসলামের রোকনসমূহ
২. তাওহিদের প্রকার	৮. ঈমান
৩. ইবাদত	৯. ঈমানের শাখা-প্রশাখা
৪. শিরক	১০. ঈমানের রোকনসমূহ
৫. শিরকের প্রকার	১১. ইহসান
৬. ইসলাম	১২. জ্ঞানার্জনের অধ্যায়

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢ ﴾

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুত:এসব তোমরা জান।" [সূরা বাকারা: ২১-২২]

তাওহিদ ও ঈমান অধ্যায়

তাওহিদ

তাওহিদ হলো: আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর জন্য যা নির্দিষ্ট এবং ওয়াজিব সেসব বিষয়ে একক সাব্যস্ত করা।

বান্দা এ একিন-দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাঁর রবূবিয়্যাহতে তথা কার্যাদিতে, আসমা ওয়াস্‌সিফাতে মানে নাম ও গুণাবলীতে একক এবং উলূহিয়্যাহতে অর্থাৎ বান্দার সকল ইবাদত কোন শরিক ছাড়াই একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা সবচেয়ে বড় ফরজ।

তাওহিদের অর্থ: বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একক, সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর মহাব্যবস্থাপক। আর তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি ছাড়া সকল মা'বূদ বাতিল। তিনি পূর্ণ গুণে গুণান্বিত, সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। তাঁর সুন্দরতম নাম ও উচ্চমানের গুণ রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾

"আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" [সূরা ত্বা-হা: ৮]

তাওহিদের সূক্ষ্ম বুঝ: আল্লাহ তায়ালা একক, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি এক তাঁর সত্ত্বায়, নাম ও গুণাবলীতে এবং কাজে কেউ তাঁর সদৃশ নেই। তাঁরই সমস্ত রাজত্ব, সৃষ্টি ও নির্দেশ। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই।

তিনি মালিক আর বাকি সবই তাঁর দাস। তিনিই প্রতিপালক আর সকলেই তাঁর বান্দা। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর বাকি সবকিছুই তাঁর সৃষ্টিরাজি।

ﭐلْكُفْر قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤

"বলুন, তিনি আল্লাহ, একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।" [সূরা ইখলাস: ১-৪]

আল্লাহ ক্ষমতাবান এবং তিনি ব্যতীত সকলে দুর্বল--। তিনি শক্তিমান আর বাকি সব অক্ষম। তিনি মহান আর সবই ক্ষুদ্র। তিনি অমুখাপেক্ষী আর সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি শক্তিশালী ও সবই দুর্বল। তিনি মহাসত্য এবং তিনি ছাড়া সকল উপাস্য বাতিল। আল্লাহর বাণী:

ٱلْكُفْر ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٣٠

"এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান।" [সূরা লোকমান: ৩০]

তিনি মহান তাঁর চাইতে আর কেউ সুমহান নেই। তিনি সর্বোচ্চ তাঁর চাইতে কেউ উচ্চ নেই। তিনি বড় যার চাইতে আর কেউ বড় নেই। তিনি মেহেরবান তাঁর চাইতে কেউ বেশি দয়াবান নেই।

তিনি শক্তিধর, যিনি প্রত্যেক শক্তিশালীর মাঝে শক্তি সৃষ্টি করেন। তিনি শক্তিমান, যিনি সকল শক্তিমানের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম করুণাময়, যিনি প্রত্যেক করুণাকারীর ভিতরে করুণা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সকল সৃষ্টিকে জানেন। তিনি রিজিকদাতা, যিনি প্রত্যেকটি রিজিক ও রিজিকপ্রাপ্তদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

ٱلْكُفْر ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ١٠٢ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٣

"তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।" [সূরা আন'আম: ১০২-১০৩]

তিনিই সত্য ইলাহ্ যিনি তাঁর সত্ত্বা, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও উত্তম ইহসানের জন্য একমাত্র সমস্ত ইবাদতের হকদার। একমাত্র তাঁরই জন্য সুন্দরতম নাম ও তিনিই সুউচ্চ গুণাবলীর

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর অবতরণ

দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার বিপর্যয় সৃষ্টির পর আল্লাহ তায়ালা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে দামেস্ক (সিরিয়ার রাজধানী)-এর পূর্বদিকের সাদা মিনারার নিকটে অবতরণ করবেন। অত:পর দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ইসলামের বিধান জারি করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর-ট্যাক্স উঠিয়ে দিবেন, সম্পদের প্রাচুর্য হবে, হিংসা-বিদ্বেষ চলে যাবে। ৪০ বছর তিনি অবস্থান করবেন। তখন দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। অত:পর তিনি মারা যাবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযা আদায় করবেন।

অত:পর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক থেকে সুগন্ধিময় ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে সে মারা যাবে। আর অবশিষ্ট থাকবে দুষ্টপ্রকৃতির মানুষেরা। তারা পাখীর মত হালকা মেজাজের এবং হিংস্র জন্তুর মত জালেম প্রকৃতির হবে। তারা গাধার মত মাতলামী-পাগলামী করবে। অত:পর শয়তান তাদেরকে মূর্তির পূজা করার নির্দেশ করবে। তাদের উপরই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ،حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾.

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "ঐ সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়ামের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হয়ে অবতরণের সময় অতি সন্নিকটে। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, খাজনা-কর বন্ধ করবেন, সম্পদের প্রাচুর্য এতো বেড়ে যাবে যে কেউ তা গ্রহণ করার থাকবে না। আর তখন একটি সিজদাহ দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা আছে তার চেয়েও অতি উত্তম হবে। অত:পর আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যদি চাও তাহলে পড় আল্লাহর বাণী:

"আর আহলে- কিতাবের প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন তিনি (আঃ) তাদের উপর সাক্ষী হবেন।" [সূরা নিসা: ১৫৯]" [৭৫]

৭৫. বুখারী হাঃ ৩৪৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৫৫

❑ ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাবঃ

ইয়াজূজ মাজূজ বনি আদমের বড় দু'টি উম্মত। তারা বড় শক্তিশালী জাতি, তাদের মোকাবেলা করার মত কারো শক্তি হবে না। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। অত:পর ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ তাদের উপর বদদোআ করবেন, যার ফলে তারা সকলে মারা যাবে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ٩٦ ﴾

"যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।" [সূরা আম্বিয়া: ৯৬]

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ وأن عيسى يقتله بِبَابِ لُدٍّ ... وفيه-: « إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ ».

নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। তাকে হত্যা করবেন ঈসা (আঃ) লুদ গেটে - এতে আরো রয়েছে "যখন আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে ওহি করে বলবেন: আমি আমার এমন বান্দাদের বের করব যাদের হত্যা করার মত কেউ নেই। অতএব, আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বল। এরপর আল্লাহ ইয়াজূজ ও মাজূজ জাতিদ্বয়কে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। তাদের প্রথম ভাগ "ত্বারিয়্যা" হ্রদ/লেকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পানি পান করে ফেলবে। এরপর তাদের শেষাংশ অতিক্রম করার সময় বলবে, এর মধ্যে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবি ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের অবরুদ্ধ করা হবে। তখন তাদের নিকট একটি গরু আজ তোমাদের কারো নিকটে একশত দিনারের চেয়েও উত্তম হবে। অত:পর আল্লাহর নবি ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ মুক্তি চাইবেন, তখন আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট প্রেরণ করবেন। আর তারা সকলে একসাথে প্রভাত করবে মৃত্যুবরণ করে। অত:পর আল্লাহর নবি ঈসা

(আঃ) ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণ করবেন।"[৭৬]

ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণের পর তিনি (আঃ) আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। অত:পর আল্লাহ পাখী প্রেরণ করবেন এবং তারা ইয়াজূজ ও মাজূজদেরকে বহন করে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে ফেলে দিবে। অত:পর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীকে ধৌত করে দিবেন। এরপর জমিনে বরকত নাজিল হবে, শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি প্রকাশ পাবে এবং শস্যাদি ও পশুতে বরকত নাজিল হবে।

❑ তিনটি ভূমিধ্বস:

তিনটি ভূমিধ্বস কিয়ামতের বড় আলামত। একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে আর তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে। এগুলো এখনও সংঘটিত হয়নি।

❑ ধোঁয়া নির্গমণ:

শেষ জামানায় ধোঁয়া নির্গমণ কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের একটি।

আল্লাহর বাণী:

﴿ فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ ١٠ يَغۡشَى ٱلنَّاسَۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٞ ١١ ﴾

"অতএব, আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা দুখান: ১০-১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَوْ الدَّجَّالَ، أَوْ الدَّابَّةَ ،أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ».

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "ছয়টি জিনিস আসার পূর্বে সৎ আমল জলদি ক'রে কর। পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া নির্গমন, দাজ্জালের বহি: প্রকাশ, জন্তুর আর্বিভাব, এককভাবে অথবা যৌথভাবে আজাব।"[৭৭]

❑ পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদয়:

পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। ইহা হচ্ছে উর্ধ্ব জগতের বিবর্তনকারী সর্ববৃহৎ প্রথম নিদর্শন। এর বহি: প্রকাশের দলিলসমূহ:

আল্লাহর বাণী:

৭৬. মুসলিম হাঃ নং ২৯৩৭
৭৭. মুসলিম হাঃ নং ২৯৪৭

জ্ঞানার্জনের অধ্যায়

জ্ঞান হলো: বাহির হতে অন্তরের ভিতরে জ্ঞানকে প্রবেশ করানো।

আমল হলো: ভিতর থেকে জ্ঞানকে আমলের আকৃতিতে বাহিরে বের করা যেমন: ওযু ও সালাত। আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি, তাঁর কার্যাদি, তাঁর দ্বীন ও শরিয়তে জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। এ ছাড়া ইহা সবচেয়ে সুন্দর অলংকার যা দ্বারা বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে অলংকৃত হয়। এ জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব যা এখানে আলোচনা করার উদ্দেশ্য।

জ্ঞানার্জনের ফজিলত ও গুরুত্ব

আল্লাহর বাণী:

﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যাকিছু তোমরা কর।" [সূরা মুজাদালা: ১১]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

২. উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবি (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।"[২৩৯]

❑ জ্ঞানার্জনের ফজিলত এবং তা কথা ও কাজের পূর্বে:

আল্লাহর বাণী:

﴿فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ۝١٩﴾

২৩৯. বুখারী হা: নং ২৬৯৯

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾﴾

"আর বলুন! হে আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা ত্বা-হা: ১১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ».

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হলো আল্লাহ সে জন্য তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।"[২৪০]

❑ হেদায়েতের দাওয়াতকারীর ফজিলত:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾

"ওর চাইতে কথা বলার দিক থেকে কে উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত করে, সৎ আমল করে এবং বলে: আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "যে হেদায়েতের প্রতি দাওয়াত করে তার সওয়াব ততটুকু হবে যতটুকু তার অনুসারীদের হবে। কারো কোন সওয়াব কমানো হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করে তার ততটুকু পাপ হবে যতটুকু তার অনুসারীদের পাপ হবে। কারো কোন পাপ কমানো হবে না।"[২৪১]

❑ শার'য়ী জ্ঞান প্রচার করা ওয়াজিব:

আল্লাহর বাণী:

২৪০. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯
২৪১. মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٞ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٥٢ ﴾

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এর দ্বারা ভীতি হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম: ৫২]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ - وَفِيهِ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «.. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ»

আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, -বিদায় হজ্ব সম্পর্কে- তাতে বর্ণিত আছে "রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়; কারণ হয়তোবা উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে তারচেয়েও বেশি আয়ত্তকারী।"[২৪২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً..»

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবি (ﷺ) বলেন: "আমার থেকে প্রচার কর যদিও তা একটি আয়াত হয় না কেন।"[২৪৩]

❑ শার'য়ী জ্ঞান গোপনকারীর শাস্তি:

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ ﴾

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াময়।" [সূরা বাকারা: ১৫৯-১৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে

২৪২. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯
২৪৩. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

ব্যক্তিকে শার'য়ী জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো আর সে তা গোপন করলো, আল্লাহ তায়ালা রোজ কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুণের লাগাম পরাবেন।"[২৪৪]

❑ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে শার'য়ী জ্ঞানার্জন করার শাস্তি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: " কিয়ামতের দিন যাদের প্রথমে বিচার করা হবে তাদের মধ্যে একজন হলো শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে নেয়ামতরাজির স্বীকারোক্তি করালে স্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে বলবে: আপনার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ তোমাকে বাহাদুর বলা হবে তাই। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর একজন মানুষকে হাজির করা হবে যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছিল ও কুরআন পাঠ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে সব নেয়ামত স্বীকারোক্তি করালে স্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে উত্তরে বলবে: আমি শিক্ষা অর্জন করেছিলাম এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ও তোমার জন্য কুরআন পাঠ করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে যেন তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন পাঠ করেছ যেন তোমাকে কারী সাহেব বলা হয়। আর এসব বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২৪৪. হাদিসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ ৩৬৫৮ শব্দ তারই

আদব ও শিষ্টাচার অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. সালামের আদব
২. পানাহারের আদব
৩. রাস্তা ও বাজারের আদব
৪. সফর-ভ্রমণের আদব
৫. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব
৬. স্বপ্নের আদব
৭. অনুমতি গ্রহণের আদব
৮. হাঁচির আদব
৯. রোগী পরিদর্শনের আদব
১০. পোশাকের আদব

পোশাকের আদব

❑ পোশাকের উপকারীতা:

১. সৌন্দর্য ও লজ্জাস্থান আবৃত করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ ﴾

"হে বনি আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করেছি, আর যা তাকওয়ার পোশাক তাই সর্বোৎকৃষ্ট। তা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা আ'রাফ: ২৬]

২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে বাঁচা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡۚ ٨١ ﴾

"তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে।" [সূরা নাহল: ৮১]

❑ সর্বোত্তম পোশাক:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবি (ﷺ) হিবারা পোশাক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।"[৭৬৫]

(হিবারা হলো: ইয়ামেন দেশের তৈরী এক প্রকার সবুজ রঙের নকশাকৃত সুতি কাপড়)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَسُوا مِنْ

৭৬৫. বুখারী হাঃ নং ৫৮১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৭৯

ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ »

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের বস্ত্রের মধ্যে সাদা বস্ত্র পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম বস্ত্র এবং তা দ্বারাই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন পরাও।"[৭৬৬]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ. أخرجه أبو داود وابن ماجه

৩. উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সর্বোত্তম পোশাক ছিল জামা।[৭৬৭]

❑ নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মুসলিম ব্যক্তির লুঙ্গি (পায়জামা ও প্যান্ট)-এর দেহের পোশাকের সীমা হলো পায়ের নলার অর্ধাংশ পর্যন্ত। তবে তার ও পায়ের টাখনুর মাঝে হলে (টাখনুর নিচে না হলে) কোন দোষ বা গুনাহ নেই। যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত:স্বীয় লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলাবে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" [৭৬৮]

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ: « يُرْخِينَ شِبْرًا » فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : « فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত:স্বীয় কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন: তবে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নাংশের ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বলেন: "এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা

৭৬৬. হাদিসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৬১ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৭২
৭৬৭. হাদিসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৫ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৫
৭৬৮. হাদিসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৩ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৩

বলেন: তবে এতে তাদের পা বেরিয়ে যাবে, তিনি বলেন: তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে তার বেশি করবে না।"[৭৬৯]

❑ পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো অবৈধ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري.

১. আবু হুরাইরা (রা:) নবি (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: "লুঙ্গির (পায়জামা, জামা, প্যান্টের) যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে ততটুকুই জাহান্নামের আগুনে যাবে।" [৭৭০]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم.

২. আবু যার (রা:) নবি (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত কথাটি তিনবার বলেন, আবু যার (রা:) বলেন: যারা ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হে আল্লাহর রাসুল তারা কারা? তিনি বলেন: তারা হলো: "পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলা ব্যক্তি, কোন কিছু দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।" [৭৭১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) নবি (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পায়জামা, প্যান্ট), জামা ও পাগড়ির কোন একটি অহংকারবশত:সীমা অতিরিক্ত ঝুলবে আল্লাহ তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টি দিবেন না।[৭৭২]

❑ যেসব পোশাক ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ:

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تَلْبَسُوا

....

৭৬৯. হাদিসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৭৩১ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৫৬

৭৭০. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৭

৭৭১. মুসলিম হাঃ নং ১০৬

৭৭২. হাদিসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৪ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৩৪

مُخْتَصَرُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৩ হি: ২০১২ ইং

(সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

আলোকিত প্রকাশনী

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ

২য় খন্ড

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

অনুবাদ: আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

দ্বিতীয় প্রকাশ: জ্বিলকদ, ১৪৪২ হিজরি / জুলাই, ২০২১ ঈষায়ী

নির্ধারিত মূল্য: দুই খন্ড একত্রে - ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান,
রকমারি, ওয়াফি লাইফ,
Salafibooksbd.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: হাবিব বিন তোফাজ্জল

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমাদের আবেদন

আস্‌সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌,

প্রিয় সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই-বোনদের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

সাবেক পরিচালক
আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
আল-হফুফ, সৌদি আরব।

যাকাতের অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

যাকাতের বিধান
যাকাতের প্রকারঃ
গবাদিপশুর যাকাত
সোনা-রূপার যাকাত
গবাদিপশুর যাকাত
কৃষি সম্পদের যাকাত
ব্যবসা সামগ্রীর যাকাত
যাকাতুল ফিতর
যাকাত বের করার নিয়ম
যাকাতের খাতসমূহ
নফল দান-খয়রাত

আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

“ যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়ের কর্মচারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।”

- [সূরা তাওবা: ৬০]

যাকাত অধ্যায়

যাকাতের বিধান

যাকাত: যাকাত অর্থ বাড়া ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইহা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সম্পদ হতে ফরজ হিসেবে বের করে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দলের মাঝে বণ্টন করার নাম।

❑ যাকাতের প্রকার:

যে যাকাত আল্লাহ তায়ালা বিধিবিধান করেছেন তা তিন প্রকার:

প্রথম: সম্পদে ফরজ যাকাত। ইহা চারটি জিনিসে ফরজ যথা:

১. সোনা ও রূপা এবং সকল মুদ্রা।

২. "বাহিমাতুল আন'য়াম" তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের মধ্যের যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণকারী।

৩. জমিন থেকে যা বের হয় যেমন: শস্যদানা, ফলাদি ও খনিজপদার্থ।

৪. ব্যবসা সামগ্রী।

দ্বিতীয়: দায়িত্বে ফরজ যাকাত। ইহা হলো যাকাতুল ফিতর যা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি রমজান মাসের শেষে ফরজ হয়।

তৃতীয়: নফল দান-খয়রাত। ইহা মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি সওয়াবের আশায় অন্যের প্রতি এহসান করত: বের করেন। আর 'সদকাহ' শব্দটি যাকাতের জন্য ব্যবহার হয়; কারণ ইহা যাকাত প্রদানকারীর সত্য ঈমানের প্রমাণ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧ ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস

হজ ও উমরার অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১	হজের বিধানসমূহের ফিকাহ্	৭	উমরা পালনের পদ্ধতি
২	হজের মীকাতসমূহ	৮	হজ পালনের পদ্ধতি
৩	ইহরামে বর্ণনা	৯	হজ ও উমরার আহকাম
৪	ফিদ্‌য়ার বর্ণনা	১০	হাদী ও কুরবানি
৫	হজের প্রকার	১১	হজ ও উমরার আকস্মিক মাসায়েল
৬	উমরার অর্থ ও তার বিধান	১২	তিনটি মসজিদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ
ءَايَاتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ
مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

"নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের উপর ফরজ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না–আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।"

- [সূরা বাকারা: ৯৬-৯৭]

হজ ও উমরার আহকাম

❑ হজের রোকনসমূহ:

হজের রোকন চারটি যথা:

ইহরাম বাঁধা, আরাফার মাঠে অবস্থান করা, কা'বা ঘরের তাওয়াফে ইফাযা (জিয়ারা) করা এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করা।

❑ হজের ওয়াজিবসমূহ:

হজের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা, হাজীদের সেবায় বা পাহারায় নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন করা, কুরবানির রাতে মুজদালিফায় রাত যাপন করা, একান্ত ওজর যেমন: দুর্বল বা তাদের ন্যায় অন্য কেউ হলে রাতের বেশির ভাগ সময় তথায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডনো বা চুল ছোট করা, মক্কার বাইরের লোকদের জন্য সেখান থেকে বের হওয়ার সময় বিদায়ী তাওয়াফ করা।

❑ হজের কোন কাজ ত্যাগকারীর বিধান:

১. যে ব্যক্তি হজ বা উমরার কোন রোকন ছেড়ে দেয়, সে ঐ কাজ আদায় করা ব্যতীত তার হজ (বা উমরা) সম্পন্ন হবে না।

২. আর যে ব্যক্তি কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে সে দম দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। আর যদি তা না দিতে পারে তবে তওবা অপরিহার্য হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বর্তাবে না তার হজ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে এবং তার উপর ফিদিয়া বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে না তবে সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি কোন সুন্নত পরিত্যাগ করবে তার উপর কিছুই জরুরি হবে না। ইহা হজ হোক বা উমরা হোক আর চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক।

❑ কুরবানির দিনের কার্যাদি আদায়ের পদ্ধতি:

হাজী সাহেবদের জন্য উত্তম হচ্ছে যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ঈদের দিনের কাজগুলোকে এভাবে সিরিয়ালে করা: শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। অত:পর হাদি জবাই করা। এরপর মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল ছোট করা, অত:পর তাওয়াফে ইফাযা করা

এবং সবশেষে সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করা। এ হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি তবে কেউ যদি ভুলে বা স্বেচ্ছায় আগে পরে করে ফেলে তবে কোন সমস্যা নেই। যেমন: হাদি জবাই এর পূর্বে মাথা মুণ্ডনো বা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ:« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:« ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ:« افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] লোকজনের প্রশ্ন শুনার উদ্দেশ্যে বিদায় হজে মিনায় অবস্থান নেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল আমি বুঝতে পারিনি ফলে হাদি জবাই এর পূর্বেই মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছি? তিনি বললেন: "কর কোন সমস্যা নেই।" অপরজন বলল: আমি কঙ্কর নিক্ষেপ না করে উট জবাই করেছি? তিনি বললেন:"মার কোন বাধা নেই। এমনকি তাঁকে যে বিষয়েই আগে-পরে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি একই উত্তর দিয়েছেন যে, "কর কোন সমস্যা নেই।"[১১২]

❑ তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করার বিধান:

নবি (সাঃ) তাঁর হজ ও উমরাতে সব সময় তাওয়াফ করার পর সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেছেন। অতএব, কখনোই সা'ঈ-কে তাওয়াফের পূর্বে করা জায়েয হবে না। চাই তা হজে হোক বা উমরাতে হোক।

❑ মুজদালিফায় আটকা পড়া ব্যক্তির হজের বিধান:

যে ব্যক্তি আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেছে; কিন্তু ভীড় কিংবা অন্য কোন ওজরবশত: আটকা পড়ে এশার ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তবে সে পথেই সালাত পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে ফজরের পরে বা সূর্য উদিত হওয়ার পরে মুজদালিফায় পৌঁছবে সে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। অত:পর মিনার দিকে চলতে থাকবে এতে করে তার উপর কোন প্রকার দম ওয়াজিব হবে না।

❑ মিনায় রাত্রি যাপনের বিধান:

আয়্যামে তাশরীকে মিনায় রাত্রি যাপন করার সমস্ত হাজীদের প্রতি ওয়াজিব। আর দিনের বেলা মিনায় অবস্থান করা এবং সেখান হতে বের না হওয়া। কিন্তু হজের কাজ

....

১১২. বুখারী হাঃ নং ৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

আদায়ের জন্য বা প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েজ।

প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহরীসহ হাজীদের সাধারণ সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেমন: ট্রাফিক, নিরাপত্তা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও কর্মরত ডাক্তার-নার্সগণ মিনার বাহিরে ফিদিয়া ছাড়াই অবস্থান করতে পারবেন।

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦ ﴾

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তরাই সফলকাম।" [সূরা তাগাবুন: ১৬]

❑ আইয়ামে তাশরীকে কংকর মারার সময়:

১. ঈদের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে সবগুলো কঙ্কর সূর্য ঢলার পরে মারতে হবে, যদি কেউ সূর্য ঢলার পূর্বে মেরে থাকে তাকে সূর্য ঢলার পরে পুনরায় মারা অপরিহার্য। তবে যদি ১৩ তারিখের সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তা না মারতে পারে তার উপর দম বর্তাবে। কিন্তু মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে আর কঙ্কর মারতে হবে না।

২. কঙ্করের জন্য তাশরীকের তিনটি দিন একদিন সমতুল্য, ফলে যে ব্যক্তি এক দিনের কঙ্কর অপর দিনে নিক্ষেপ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। আর তার উপর কিছুই বর্তাবে না তবে সে উত্তম পথ পরিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

যে ব্যক্তি একবারে সবগুলো পাথর নিক্ষেপ করবে তার একটি কঙ্কর গণ্য হবে। তাই সে অবশিষ্ট ছয়টি পূর্ণ করবে।

নিক্ষেপের স্থান মূলত: পাথর জমা হওয়ার স্থান, হাউজকে চিহ্নিত করার জন্য যে দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তা নয়।

❑ সন্ধ্যাবেলা কংকর নিক্ষেপের বিধান:

হাজী সাহেবের জন্য উত্তম হচ্ছে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)-এর দিনগুলোতে দিনের বেলায় সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তবে ভীড়ের ভয়ে বিকালেও নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা নবি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিক্ষেপের প্রথম নির্দিষ্ট করেছেন বটে; কিন্তু তার শেষ সময় নির্দিষ্ট করেননি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى

فَيَقُولُ:« لَا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ:« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ».وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ:« لَا حَرَجَ».متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবি করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে কুরবানির দিন মিনাতে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "কোন অসুবিধা নেই।" একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল: আমি জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়েছি, তিনি উত্তরে বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।" আর বলল: সন্ধ্যাবেলা কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।"[১১৩]

❑ কংকর নিক্ষেপ দেরি করার বিধান:

সুন্নত হলো হাজি সাহেব জামারাতে কংকর সময়মত মারবেন। আর প্রহরী, পীড়িত, ওজরগ্রস্ত এবং যাদের পক্ষে ভীড় সহ্য করা কষ্টকর তাদের জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ পিছিয়ে দেয়া বৈধ। সে তখন প্রত্যেক দিনের সিরিয়াল বজায় রেখে তা নিক্ষেপ করবে। প্রথম দিনের জন্য প্রথমে প্রথমটি অত:পর দ্বিতীয়টি অত:পর তৃতীয়টি। প্রথম দিনের কাজ শেষ হলে পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় দিনের অত:পর তৃতীয় দিনের কাজ সারবে। যদি শরয়ী ওজর ছাড়া ১৩ তারিখ থেকে তা পিছিয়ে দেয়, তবে সে পাপী হবে এবং তার উপর দমও ওয়াজিব হবে। তবে যদি ওজর সাপেক্ষে পিছিয়ে থাকে তবে কেবল দমই যথেষ্ট। আর (পরবর্তী) দুই অবস্থার কোন অবস্থাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে কঙ্কর নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

❑ কংকর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান:

নারী-পুরুষদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি ও ছোটদের মধ্যে যারা কঙ্কর নিক্ষেপে অপারগ তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব চলবে। তবে প্রথমে প্রতিনিধি নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অত:পর প্রত্যেক জামরার একই জায়গায় থেকে (একই যাত্রায়) অন্যেরগুলো নিক্ষেপ করবে।

❑ তাওয়াফে ইফাযা দেরি করার বিধান:

সুন্নত হচ্ছে হাজী সাহেব ঈদের দিনেই তাওয়াফে ইফাযা-জিয়ারা আদায় করবেন। তবে তার জন্য তাশরীকের শেষ দিন কিংবা যিলহজ মাসের শেষ পর্যন্ত দেরি করা বৈধ। কিন্তু ওজর ছাড়া যিলহজ মাসের পরে তা দেরি করা বৈধ নয়। যেমন: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে চলে হোক বা আরোহণ করে হক কোনভাবেই তাওয়াফ করতে সক্ষম নয় অথবা ঠিক এমন মহিলা, যে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বেই ঋতুবতী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

১১৩. বুখারী হাঃ নং ১৭২৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

পঞ্চম পর্ব

বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট

এর মধ্যে রয়েছেঃ

১	বিবাহের অধ্যায়
২	তালাকের অধ্যায়
৩	রার্জ'য়াতঃ স্ত্রীকে তালাকের পর পুনরায় গ্রহণ
৪	খোলা তালাকঃ স্ত্রীর আগ্রহে (ক্ষতিপূরণ নিয়ে) প্রদত্ত তালাক
৫	ইলাঃ চার মাস স্ত্রীর সংস্পর্শ পরিত্যাগের কসমকরণ
৬	জিহারঃ স্ত্রীকে মা অথবা কোন মুহাররামাতের সাথে উপমা দেওয়া
৭	লি'আনঃ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া
৮	ইদ্দতঃ তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলাদের বিশেষ কালক্ষেপণ
৯	রাযা'য়াতঃ শিশুদের স্তন্যদান
১০	সন্তান প্রতিপালন
১১	খোরপোষ ও ভরণ-পোষণ (খাদ্য ও পানীয় বস্তু, জবাই ও শিকার)

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

- [সূরা রূম:২১]

বিবাহের বিধানসমূহ

বিবাহ: বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপসে একে অপরকে সম্ভোগ করা হালাল হয়ে যায়।

❑ বিবাহের রহস্য:

প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনসমূহের একটি নির্দশন। ইহা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" [সূরা যারিয়াত: ৪৯]

আর মানুষের বিষয়টা আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ উন্মুক্ত রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার হেফাজত ও সম্মান সংরক্ষণ হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ। এ দ্বারা একজন পুরুষ অপর মহিলার সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক হয়। ইহা উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতি প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা সঠিক পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং হেফাজতে থাকে প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে নারীরা।

❑ বিবাহের ফজিলত:

বিবাহ সমস্ত নবি-রাসুলগণের সবচেয়ে তাগিদপূর্ণ একটি সুন্নত। যে সুন্নতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের

সপ্তম পর্ব

কেসাস ও দণ্ডবিধি

কেসাস অধ্যায়

এতে রয়েছে:

অপরাধসমূহ:
১. প্রাণনাশের অপরাধ
২. হত্যার প্রকার:
(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা
(খ) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ
(গ) ভুলবশত: হত্যা
২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট অপরাধ:
(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অন্যায়
(খ) জখম করে অন্যায়
৩. দিয়াত:
১. প্রাণের রক্তপণ
২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট দিয়াত:
(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তার উপকারের দিয়াত
(খ) মাথার জখম ও বিভিন্ন আঘাতের দিয়াত
(গ) হাড়ের দিয়াত

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩ ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।”

- [সূরা বাকারা: ১৭৮-১৭৯]

কেসাস অধ্যায়

প্রাণনাশের অপরাধ

আজ-জিনায়াহ–অপরাধঃ ইহা কোন ব্যক্তির উপর এমন শারীরিক আক্রমণ করাকে বলা হয় যার কারণে কিসাস, অর্থ-সম্পদ (রক্তপণ) অথবা কাফফারা ফরজ হয়ে যায়।

❑ কেসাস নীতি প্রবর্তনের হিকমতঃ

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হস্তে আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টির মাঝে সম্মানিত করেছেন, তাঁকে পৃথিবীর বুকে এক মহান কাজের প্রতিনিধি করেছেন–সে কাজ হলো স্বীয় প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ:)-এর বংশোদ্ভূত করেছেন, তাদের প্রতি নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানব জাতি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে। যে ঈমান এনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে ঈমান না এনে কুফুরি করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের শাস্তির ধমকি দিয়েছেন।

মানুষের মাঝে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার কারণে ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আবার কেউ জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়ার কারণে বিচারকের রায়ে অমনযোগী হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টা তার কাছে সবল হয়ে পড়ে। এমনকি অপরের জানমাল ও সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। মানুষ যাতে এ সমস্ত অপরাধে লিপ্ত না হয়, সে জন্যই শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কারণ, কিছু মানুষ রয়েছে (শরিয়তের) আল্লাহর সীমা-রেখা মেনে চলার জন্য শুধু আদেশ ও নিষেধই তাদের যথেষ্ট হয় না বরং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আর যদি এ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেকেই অপরাধ ও শরিয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত এবং ইসলামের বিধি-নিষেধে উদাসীন হয়ে পড়ত।

ইসলামের এ দণ্ড-বিধি বাস্তবায়নে রয়েছে জীবন ও মানব স্বার্থের সংরক্ষণ এবং বিভ্রান্ত আত্মা ও নিষ্ঠুর-নির্দয় হৃদয়ের প্রতি শাসন। কেসাসের বিধান বাস্তবায়নে রয়েছে অপহত্যা রোধ, শত্রুতার অপনোদন, সমাজ সংরক্ষণ, জাতীয় স্বস্তির জীবন, রক্তপাতের অবসান, নিহতদের পরিবারের আত্ম-সংযমতা দান, ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এবং বর্বর নিষ্ঠুরদের নিরপরাধী মানুষকে হত্যা, নারীদের স্বামী হারা ও শিশুদের এতিম করা হতে জাতি ও সমাজকে সংরক্ষণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

"হে জ্ঞানবান লোকেরা! প্রতিশোধ গ্রহণে (কেসাসে) তোমাদের জন্য রয়েছে (শান্তিময়) জীবন যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও।" [সূরা বাকারা: ১৭৯]

❑ পাঁচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ:

ইসলাম এমন পাঁচটি জরুরি জিনিস সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করেছে যেগুলো পূর্বের সকল আসমানী বিধানে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো হলো:

- দ্বীন বা ধর্মের সংরক্ষণ।
- প্রাণের সংরক্ষণ।
- আকল বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ।
- সম্মান-মর্যাদার সংরক্ষণ।
- ধন-সম্পদের সংরক্ষণ।

এসব সংরক্ষণের কারণেই সে গুলোর উপর আঘাত-আক্রমণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির প্রশান্তি এবং সুশৃংখল সমাজ কায়েম সম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ ﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা: ৩]

❑ হক-অধিকারসমূহের প্রকার:

অধিকারসমূহ দুই প্রকার:

১. বান্দা ও রবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব অধিকারের মধ্যে ঈমান ও তাওহিদ বা একত্ববাদ এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ হক হলো সালাত।

২. বান্দা ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব অধিকারের মধ্যে